শাশ্বতী ভাবনা

[সাহিত্য—সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মধর্মী ম্যাগাজিন]

❒ ২৮তম বর্ষ ঃ শারদীয়া সংখ্যা (ভাদ্র-আশ্বিন)

১৪২৬ বাং ২০৭৬ বিক্রমসংবৎ, ৫১২০ যুগাব্দ, ১৯৪১ শকাব্দ, ২০১৯ইং

দোষ দেখোনা। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পার নয় মা, জগৎ তোমার।" এই বাণী আমাদের চলার পথের বড়ো পাথেয়। মা নিজে কখনও কারো দোষ ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামাতেননা। কারো নিন্দামন্দ করতেন না। বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে মা মা সবাইকে নিয়ে শান্তিতে থেকেছেন। ভাইয়েদের পরিবারে পাগলী মামী, কলহপ্রিয় রাধু, শুচিবাইগ্রস্থ ভাইঝি নলিনী,স্বার্থপর অর্থলোভী ভাইয়েরা, কর্কশ ভাষী ভাগ্নে হৃদয়—কারুর দোষ কখনও দেখেননি। ভালোবাসার আঁচলে সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। সবাইকে আপনার করে নিয়ে শান্তিতে বেঁচেছিলেন। আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন কীভাবে সংসারে কারুর দোষ ত্রুটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে চলতে হয়। আমরা যদি ছিদ্রান্বেষী মন নিয়ে, সবাই দোষ না দেখে, নিজেদের শুধরে নিয়ে চলতে পারি, তবে সবাইকে নিয়ে শান্তির পরিবেশে বাস করতে পারবো।

পূর্বের যৌথ পরিবার শুধু দোষ-ত্রুটি নিয়ে বাদানুবাদ করে, সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে বর্তমানের একক ছোটো করে, সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে বর্তমানের একক ছোটো পরিবারের জন্ম দিয়েছে। তবুও শান্তি কই?

আজ মানবিক মূল্যরোধের যুগে শ্রী শ্রী মায়ের এই বাণী গুলি চলার পথে পাথেয় করে চলনে নিজেও ভালো থাকবো, সবাইকে ভালো রাখবো।

"ভারতের বাইরে তন্ত্রের প্রচার ও প্রসার"

-ডঃ পরিমল কুমার দত্ত

"ন চ তন্ত্রাৎ পরং শাস্ত্রং ন চ তন্ত্রাৎ পরো গুরুঃ, ন চ তন্ত্রাৎ পরঃ পন্থা ন চ তন্ত্রাৎ পরা গতিঃ"

মাতৃসাধনা ও শক্তিসাধনার দেশ এই ভারতবর্ষ। স্মরণাতীত কাল থেকেই এই মাতৃসাধনার ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকে করে এসেছে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত। মাতৃসাধনার ক্ষেত্র শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একদিন মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে মাতৃদেবীরা বিভিন্ন নামে পূজিতা হতেন।

প্রাচীন মিশরে ছিলেন মা বা মাউত দেবী। গ্রীস এবং রোমে ছিলেন মাইয়া দেবী, রোমকেরা মাইয়া দেবীকে "বোনা দিয়া" ও বলত। ফ্রান্সে এবং স্পেনে "মায়ে",

ইংল্যাণ্ডে "মা-য়া রানি" > "মাইয়া"> "মারিয়া", সেমিটিকদের মধ্যে "ননা", আরবে "অল্লৎ", ব্যাবিলন ও আসিরিয়াতে "ইশতার", ইরানে "অনাহিত" ও "অর্দ্বি", কেনানে, প্যালেষ্টাইনে "অনৎ" ও "অশেরা", ফিনিসিয়াতে "অস্ত্রেতে" বা "অশ্‌তরেথ", "মিলিতা", ফ্রিজিয়াতে "সাইবেল", মিশরে "আইসিস", "হেহার", গ্রীকদের মধ্যে "হেস্তিয়া", "ভেস্তা", "এথিনি", "এফ্রকিতি", আর্তিমিস", "হেরা" বা "জুনো" রোমে "ভেনাস", "ডায়েনা", "অন্নপেরেন্না"।

হিন্দুরা রক্ষণশীল জাতি। বৈদিক, তান্ত্রিক ও বৈদিকোত্তর মিশ্রধারার সকল রকম আচার-বিচার, পূজা-পদ্ধতি কোনো-না-কোনো আকারে আজ ও হিন্দুরা রক্ষা ও আচরণ করে আসছেন, কোনোটাকে বাদ দেননি। প্রাক-বৈদিক যুগে যে মাতৃপূজার আবির্ভাব হয়েছিল তার ধারায় এখনও হিন্দু সমাজ স্নাত, তৃপ্ত ও গর্বিত।

কিন্তু ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে মাতৃপূজার ধারা আজ লুপ্ত। ইসলামধর্মের ব্যাপক প্রসার ও প্রভাবের ফলে ও খ্রিষ্টধর্মের ইউরোপ-আমেরিকা জয়ের ফলস্বরূপ মাতৃপূজা প্রচলিত দেশগুলো মাতৃপূজা শূন্য। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয়দের প্রব্রজনের ফলে সীমিতভাবে মাতৃপূজার পুনঃপ্রচলনের আভাস দেখা যাচ্ছে।

এবার আসছি আলোচ্য প্রবন্ধ- "ভারতের বাইরে তন্ত্রের প্রচার ও প্রসার" প্রসঙ্গে। মাতৃসাধনাই তন্ত্রের মূল শক্তি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ তন্ত্রের যে প্রসার তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই দেশগুলোর প্রাচীন সংস্কৃতি। এককালে মাতৃপূজা প্রচলিত থাকায় দেশে তন্ত্রের অভিযান নতুন হলেও গভীর সংযোগসূত্রে আবদ্ধ। তন্ত্রের অনেক আচার বিভিন্নরূপে ঐ দেশগুলোতে প্রচলিত ছিল। এখন ও অনেক জাতির সংস্কৃতি তার সাক্ষ্য বহন করছে।

আজ ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অসংখ্য যুবক-যুবতী প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তন্ত্রযোগের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বয়স্ক ব্যক্তিরাও যথেষ্ট আগ্রহী।

পৃথিবীর যে দেশগুলোতে তন্ত্রের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে তার কয়েকটি দেশের নাম এখানে উল্লেখ করছি-

অষ্ট্রিয়া, অকল্যাণ্ড, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মান, গ্রীস, ইটালী, আয়ারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, নেদারল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। উল্লিখিত দেশগুলোর অনেক তন্ত্র-গবেষক ও তন্ত্র-অনুসন্ধিৎসুদের সাথে আন্তর্জাল সংযোগের মাধ্যমে আমার পরিচয় ঘটেছে। ইতিমধ্যে স্পেনের বার্সিলোনা থেকে যোহন পুন্যেত আমার সাথে দেখা করেছেন ও তন্ত্র সম্পর্কে কিছু নিগূঢ় তথ্য জানাতে পেরেছেন। চিকাগো রামকৃষ্ণ মিশনের একজন স্বামীজিও (বিদেশি) ই-মেলের মাধ্যমে তন্ত্র সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। উত্তর ও যথাসময়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া কয়েকজনের সাথে প্রায়ই তন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। 1. TANTRA : ITS RELEVANCE TO MODERN TIMES 2. STUDIES IN TARATANTRA 3. KAMAKHYA TANTRA AND THE MYSTERIOUS HISTORY OF KAMAMHYA

আমার লেখা এই তিনটি বই প্রকাশিত হবার পর অনেক বিদেশিই আমার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের এই প্রচার ও প্রসারে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু আমি শুধু বিস্মিতই হয়নি, দুঃখিতও হয়েছি। বর্তমানে ঐ দেশগুলোর অধিকাংশ ব্যক্তিই, যারা তন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহী, তন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তাঁদের প্রায় সকলের দৃষ্টিতে "তন্ত্র" যৌনলালসা তৃপ্তির মাধ্যম ও কালাযাদু বা তুকতাকের ভাণ্ডার মাত্র।

বিদেশে তন্ত্রে এই প্রতিমূর্তি কীভাবে ছড়িয়ে পড়লো সে সম্পর্কে আলোচনায় আসার পূর্বে বিদেশে তন্ত্রের প্রথম প্রচার কীভাবে হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে না দিলে আমার এই রচনা পূর্ণতা পাবে না।

তখন ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন চলছে। ১৮৬৫ সনে ইংল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন জন উডরফ। অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে চলে এলেন ভারতবর্ষে। যোগ দিলেন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আইনজীবী হিসেবে। পরবর্তীকালে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি এবং কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী প্রাধন বিচারপতির পদে সমাসীন ছিলেন। আগে থেকেই ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। এই বিষয়ে অধ্যয়নও করেছিলেন। উচ্চ ন্যায়ালয়ের উচ্চপদে কর্মরত অবস্থাতেই তাঁর জীবনের গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হল। এক জটিল সমস্যার সমাধান ও কঠিন প্রশ্নের জন্য ভারত বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। তন্ত্রের মাহাত্ম্য ও শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোগদানের পর কলকাতাস্থিত আগম অনুসন্ধান অনুসন্ধিৎসাই লিওফোল্ড ফিশচারকে ভারতে নিয়ে এল। তিনি দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন ও দীক্ষান্তে 'আগেহানন্দ ভারতী' নামে খ্যাত হন। তন্ত্র নিয়ে গবেষণার সময় এই লেখককে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পীঠস্থানে যেতে হয়েছিল। পুরানো তন্ত্রের হাতে লেখা বই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অগেহানন্দ ভারতী সংগ্রহ করে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে Syracus Universityতে South Asian Studies বিভাগে অধ্যাপনা করেন। প্রায় ৫০০ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী Autobiography-বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। Ochre Robe ও The Tantric Tradition বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। ডেভিড গর্ডন হোয়াইট নামে আরেকজন বিদগ্ধ পন্ডিততন্ত্রের অনেক মূল্যবান গ্রন্থের উপহার দিয়েছেন-তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থগুলো হচ্ছে-

The Alchemical Body: Siddha Tradition in Medieval India, Tantra in practice, Kiss of the Yogini, Yoga in Practice.

বিদেশে তন্ত্রের প্রচারে আরো কয়েকজনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের লেখনীতে তন্ত্র সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। তাঁদের কয়েকজন হচ্ছে-মিরকিয়া এলিয়েড, জুলিয়াস ই ভোলা, কার্ল জং, গিয়েসপি টুকি, হেনরেক জিমার। দুর্ভাগ্য তন্ত্রশাস্ত্রের, তন্ত্রের মূল নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং মূলধারা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কয়েকজন স্বঘোষিত 'গুরু' তন্ত্রের বিকৃত রূপ দিয়ে বিদেশিদের কাছে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এদের জন্যই বিদেশিদের চোখে তন্ত্র মানে "যৌনাচার"। আচার্য রজনীশ নব্যতন্ত্রের নামে মুক্ত যৌনাচারকে হাতিয়ার করে অসংখ্য যুবক-যুবতীকে "তন্ত্রযোগে"র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও দেওয়া হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই তন্ত্রযোগ কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হয়েছে।

আচার্য রজনীশের পরে মারগট আনন্দ ও চার্লস্ মুর এরা প্রচার করেছেন।

আরেক শ্রেণির তান্ত্রিক আছেন যাঁরা প্রচার করেছেন 'তন্ত্র' মানেই "কালা যাদু"। "কালা যাদু"-র রহস্যময় আকর্ষণে কত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছেন বা হচ্ছেন।

তবে আশার কথা এই যে, তন্ত্রের নামে অবাধ যৌনাচার ও কালাযাদুর পাকচক্রে পা না দিয়ে অনেকেই তন্ত্রের মূল নীতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে ২/৩ জনের সঙ্গে এই লেখকের ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে।

কুমিল্লার ঐতিহাসিক জগন্নাথ বিগ্রহ, জগন্নাথের আবির্ভাব এবং মেলাঘরের রথযাত্রা উৎসব

ডাঃ প্রদীপ আচার্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং সুভদ্রা কলিতে জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন কলির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। ভগবান কীভাবে বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে অসম্পূর্ণ রূপে আবির্ভূত হলেন সে কথা উল্লেখ করতে হলে আমাদের কলির প্রারম্ভে প্রভাস তীর্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সপরিবার প্রভাস তীর্থ ভ্রমণের স্থানে যেতে হবে।

আমরা সকলেই জানি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং গোলোকের গোপ ও গোপিগণের মনোবাসনা পূর্ণ করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের গোপ ও গোপি গণকে নিয়ে মথুরা মণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৃন্দাবন লীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণদের মাধুর্য লীলা এবং মথুরা ও দ্বারকা লীলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষ ভাগে আবির্ভূত হয়ে নিজে এবং পাণ্ডবদের মাধ্যমে অদূর মনোভাবাপন্ন রাজগণের বিনাশ সাধন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে এবং কৃপায় পাণ্ডবেরা প্রতিপক্ষ মহাবলশালী কৌরবদের বিনাশ করেছিলেন। কুরুক্ষেদ্রের যুদ্ধে ভারতের অধিকাংশ রাজারা অংশ নিয়েছিলেন এবং বীরদের তাঁদের বিনাশ হয়েছিল নেশাগ্রস্থ হয়ে পরস্পর বিবাদ করে বিনাশ হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহা বিনাশী যুদ্ধে ভারতের ঘরে ঘরে স্বজন হারানোদের হাহাকার শুরু হয়েছিল। যদুবংশের নারিগণের মন থেকে হাহাকার দূর করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাদের পরিজনদের নিয়ে প্রভাস তীর্থে গেলেন।

একদিন কার্য উপলক্ষে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ঘুরতে বের হয়েছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পত্নিগণ দেবী রোহিনীকে ধরলেন তাদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করার জন্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধ্বংস রদ হবার পর বসুদেব পত্নী রোহিনী বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় বসুদেবের কাছে চলে এসেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নৃত্য পুর তৈরি করে বসুদেব সহ চলে আসেন দ্বারকায়। শ্রীকৃষ্ণদের পত্নিগণের অনুরোধে বলরামের মাতা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করতে রাজি হলেন। এমন সবয় দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করতে সেই তাবুর সামনে এসে হাজির হলেন। শ্রীকৃষ্ণের গত্নিগণ এবং রোহিনী দেবর্ষিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাবুর ভেতরে বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার পূজা করলেন। তারপর রোহিনী দেবর্ষিকে অনুরোধ করলেন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করার জন্য। দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ভক্তের মুখে ভগবানের লীলা কীর্তনে মাধুর্যের প্রকাশ ঘটে। দেবর্ষি তাদের বললেন—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা সত্যিই মাধুর্যলীলা। সেই লীলা বর্ণনার সময় যাতে অন্য কেউ তাবুতে প্রবেশ করে মাধুর্যলীলা প্রকাশে ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বলরামের মাতা রোহিনী তখন সুভদ্রাকে তাবুর দরজায় প্রহরিণী হিসেবে থাকতে বললেন। বললেন কেউ যেন তাবুতে প্রবেশ না করতে পারে।

দেবর্ষি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। একটু পরেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাবুতে ফিরে এলেন। সুভদ্রা তাদের দেবী রোহিনীর আদেশের কথা জানালেন। দুজনেই তাবুর বাইরে থেকে দেবর্ষির মুখ থেকে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা শুনতে